بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঈমান উদ্দীপক স্মৃতিচারণ
মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ দোয়ার আবেদন

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বদর যুদ্ধ বা বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছিল। এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) এর সঙ্গে আঁহযরত (সা.) এর বিবাহের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সেহেতু সেস্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করব।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.)'র মৃত্যুর পর একদিন হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)-এর স্ত্রী খওলা বিনতে হাকিম আঁহযরত (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি বিবাহ করতে চান না? তিনি (সা.) বলেন, কার সঙ্গে? খওলা বলেন, আপনি কুমারী ও বিধবা যাকে চান বিবাহ করতে পারেন। নবী (সাঃ) পর্যায়ক্রমে জানতে চাইলে, খওলা বলেন, কুমারী হলেন আয়েশা বিনতে আবু বকর, আর বিধবা হলেন সৌদা বিনতে জামাআ। মহানবী (সাঃ) বললেন, যাও! তাদের অভিভাকদের সাথে কথা বল। হযরত খওলা সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বাড়িতে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সম্মতিতে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিবাহ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, বিয়ের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, বিবাহের পূর্বে দিব্যদর্শনে দু'বার আমাকে তোমার চেহারা দেখানো হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) যখন বিয়ে করেন, তখন মুনাফিক বা দুষ্টরা তাঁর অল্প বয়স নিয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেনি। যদি তাঁর বয়স আপত্তিকর হত তাহলে মুনাফিক বা বিরোধীরা অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন

করত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বিবাহের সময় হযরত আয়েশার নয় বছর হওয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।

হযরত মির্যা বশীর আহ্মদ সাহেব (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিশেষত্ব উল্লেখ করে বলেন, অল্প বয়স হলেও হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন প্রখর ধীশক্তি সম্পন্না। তাঁকে স্বল্প বয়সে বিয়ে করার পিছনে মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল যেন তিনি মুসলমান নারীদের তরবীয়ত করতে পারেন। তিনি দীর্ঘ সময় তাঁর সাহচর্যে থেকে সেই মহান কার্য সম্পাদন করতে পারেন যা একজন শরীয়তবাহী নবীর স্ত্রীর প্রতি অর্পণ করা হয়। অতএব কাজেই, হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সঠিক তরবীয়তপ্রাপ্ত হয়ে মুসলমান নারীদের তা'লীম-তরবীয়তের ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখেছেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এছাড়া হাদিসের এক বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হযরত আয়েশা (রা.)'র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, বড় বড় সাহাবীরা তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয় জানতে আলোচনা করতেন।

একদা মহানবী (সা.) বলেছিলেন, পূর্ণাজ্ঞ নারীর সংখ্যা খুবই স্বল্প। অতঃপর তিনি (সা.) ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও মরিয়ম বিনতে ইমরানের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, অনুরূপভাবে বর্তমান যুগে অন্যান্য নারীর তুলনায় আয়েশার সেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যেমনটি আরবের অন্যান্য স্থানের তুলনায় সরীদ (এক প্রকার খাবার)'র শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আঁহযরত (সা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আয়েশা (রা.) প্রায় ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। ৫৮ হিজরির রমজান মাসে তিনি (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর (রা.) বয়স ছিল ৬৮ বছর।

বদর যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে আবুল আস বিন রবী ছিলেন, যিনি রসূলুল্লাহ (সা.)'র কন্যা হযরত যয়নাবের স্বামী ছিলেন। হযরত যয়নাব স্বামীকে মুক্ত করতে মক্কা থেকে একটি গলার হার মুক্তিপণস্বরূপ প্রেরণ করেন যা তাঁর মা হযরত খাদিজা (রা.) বিবাহ উপলক্ষে তাঁকে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) সেই গলার হারটি দেখে খুবই কষ্ট পান এবং সাহাবীদের বলেন, তোমরা যথার্থ মনে করলে যয়নবের স্বামীকে মুক্ত করে দাও, কিন্তু এর বিনিময়ে তার হারটি রেখো না। সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! মহানবী (সা.) আবুল আসকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, তিনি মক্কায় যাওয়ার সাথে সাথে তার স্ত্রী যয়নাবকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দেবেন। আবুল আস মক্কায় গিয়ে হযরত যয়নাবকে মদীনায় আসার অনুমতি দেন এবং কিছুকাল পর আবুল-আসও মদীনায় হিজরত করেন এবং এভাবে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় মিলিত হন।

খুতবার দ্বিতীয় অংশে হুযুর আনোয়ার (রা.) বলেন, আজ বিশ্বের যে অবস্থা, তার জন্য আমি দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। এই যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষের নারী, শিশু ও বৃদ্ধ মানুষ নির্বিচারে নিহত হচ্ছে বা নিহত হয়েছে।

অথচ ইসলাম যুদ্ধাবস্থায়ও নারী, শিশু এবং যারা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন না তাদের হত্যা করার অনুমতি দেয় না। আঁহযরত (সা.) এ বিষয়ে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। মানুষ মনে করছে এবং ঘটনাও এমন ঘটছে যে, হামাসের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। কিন্তু এটি দৃষ্টিপটে আনছে না যে, ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর হাতে কতই না নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়েছে! মুসলমানদের ইসলামিক শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত। ইসরাঈলী সেনাবাহিনী যা করেছে সেটি তাদের কাজ। এর প্রতিক্রিয়ার অন্য উপায়ও

থাকতে পারে। যদি কোনো বৈধ লড়াই হয়, তা সেনাবাহিনীর সঙ্গে হতে পারে, কিন্তু নারী-শিশু ও নিরপরাধদের সঙ্গে নয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে হামাস ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে, তার ক্ষতি হয়েছে বেশি। হামাস যা করেছে তার প্রতিশোধ হামাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ভালো হতো। কিন্তু ইসরাঈলী সরকার এখন যা করছে তা খুবই বিপজ্জনক কাজ। মনে হচ্ছে এটি এখন আর থামবে না। ইসরাঈলী সরকারের ঘোষণা ছিল আমরা গাজাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেব। এর জন্য তারা প্রচুর পরিশাণে বোমাবর্ষণ করে এবং পুরো শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে তারা বলছে, ১০ লাখেরও বেশি লোককে গাজা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে ইতিবাচক বিষয় এতটুকুই যে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নিম্নস্বরে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে যে, এখানে মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে আর এমনটি করলে ভুল হবে। দীপ্ত কণ্ঠে বলছে না যে, এহেন কর্মকাণ্ড ভুল, বরং এর পরিবর্তে এখনও আবেদন করা হচ্ছে। যাইহোক, নিরপরাধ নাগরিক যারা যুদ্ধ করছে না তাদের কোন দোষ নেই। বিশ্ববাসী যদি ইসরাঈলী নারী ও শিশুদের নির্দোষ মনে করে, তাহলে এই ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুরাও নির্দোষ। উক্ত আহলে কিতাবের গ্রন্থও বলে যে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ড বৈধ নয়। মুসলমানদের প্রতি অভিযোগ আরোপ করে বলা হচ্ছে যে, তারা অন্যায় করেছে, কিন্তু এই সকল লোকেরা নিজেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে না।

যাইহোক, আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, হামাস একটি জঙ্গি গোষ্ঠী, সরকার নয়। একই সঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তার বক্তব্য সঠিক যে, প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে এসবের উদ্ভব হতো না। বিশ্বের পরাশক্তিগুলো দ্বিমুখী আচরণ না করলে এরূপ অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহ লাগত না। আমি দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী শিক্ষার আলোকে এসব কথা বলে আসছি, কিন্তু তারা সামনে থেকে বলছে ঠিক আছে, কিন্তু বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত নয়। এখন পশ্চিমাদেশগুলো ন্যায়বিচারকে একপাশে রেখে তাদের ওপর আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে এবং চতুর্দিক হতে সেনা প্রেরণের কথাবার্তা চলছে। মিডিয়ায় ভুল রিপোর্ট পরিবেশন হচ্ছে। এই সকল লোকেরা 'যার গরু ধান খায় তার কাছে বিচার দেওয়ার' ন্যায় কাজ করছে। যাদের হাতে বিশ্বের অর্থনীতি এরা তাদের কাছেই মাথা নত করতে হবে। পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলো যুদ্ধ-উদ্দীপনায় নিয়োজিত। তারা যুদ্ধ শেষ করতে চায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, লীগ অফ নেশনস গঠিত হয়েছিল, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতার অভাবে এটি ব্যর্থ হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় যেখানে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। অতঃপর জাতিসঙ্ঘ তৈরি হলেও এখন সেটাই ঘটছে এবং এটিও তাদের লক্ষ্য পূরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। এটি গঠন করা হয়েছিল যাতে এর মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্যাতিতদের সমর্থন করা হয় এবং যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পূরণে কোন প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। এখন যদি এই অন্যায়ের কারণে যুদ্ধ হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ এর ক্ষয়ক্ষতির কল্পনাও করতে পারবে না।

এমতাবস্থায় মুসলিম দেশগুলোকে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে এবং নিজেদের মতভেদ দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এভাবেই বিশ্ব হতে নৈরাজ্য দূরীভূত হতে পারে। অতঃপর একজোট হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাচারীতের অধিকার সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়াজ তুলতে হবে। একজোট হলে

ঐক্য থাকলে সেই আওয়াজে শক্তি থাকবে, অন্যথায় নিরীহ মুসলমানদের প্রাণহানির জন্য মুসলিম দেশগুলো দায়ী থাকবে।

মুসলিম দেশগুলোকে সর্বদা মহানবী (সা.) এর এই উপদেশকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে,তারা অত্যাচারী ও নিপীড়িত উভয়কেই সাহায্য করবে। আল্লাহ্‌তা'লা মুসলিম দেশগুলোকে বিবেচনা শক্তি প্রদান করুন, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায় এবং বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোকেও বিবেক দিন তারা যেন বিশ্ববাসীকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। তাদের বোঝা উচিত, যদি ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় তাহলে পরাশক্তিগুলোও রক্ষা পাবে না।

আমাদের কাছে কেবল দোয়ার অস্ত্র আছে। সেহেতু প্রত্যেক আহ্‌মদীর পূর্বের তুলনায় অধিক হারে এ বিষয়ে দোয়া করা উচিত। গাজায় কতিপয় আহ্‌মদী বন্দি আছেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে এবং সকল নিস্পাপ নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখুন।

আল্লাহ্‌তা'লা হামাসকেও বিবেক দিন এবং তারা যেন নিজেদের মানুষদের উপর জুলুম করার জন্য দায়ী না হয় এবং কোনো জাতির শত্রুতা যেন ন্যায়বিচার হতে বিচ্যুত না করে, এটাই পবিত্র কুরআনের নির্দেশ। আল্লাহ্‌তা'লা শক্তিশালী দেশগুলোকে ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্‌তা'লা করুন আমরা যেন পৃথিবীকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পারি। আমিন।

খুতবার শেষাংশে হুযুর আনোয়ার (আই.) দুইজন প্রয়াত ব্যক্তি লন্ডন নিবাসী ডা. বশির আহ্‌মদ খান সাহেব (জানাযা হাজির) এবং পাকিস্তানের ডা. শফিক সেহগাল সাহেবের স্ত্রী ওয়াসিমা বেগম সাহেবার স্মৃতিচারণ করেন এবং জানাজা পড়ানোর ঘোষণা দেন এবং প্রয়াতদের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার এবং উচ্চ মর্যদা প্রাপ্তির জন্য দোয়া করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

13 October 2023

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in